দৈনিক ইত্তেফাক

DEC. 01 2001

চট্টগ্রাম ঃ গত বৃহস্পতিবার শহরের ইস্পাহানী স্কুলের কেজি শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিছে ২টি শিশু-ইত্তেফাক

চট্টগ্রামে এ বছর আগেভাগেই ভর্তি যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে

দিনরাত কোচিং আর টিউটরদের দ্বারে ঘুরতে ঘুরতে ছোট্ট শিশুরা পরীক্ষার আগেই চোখে সর্ষে ফুল দেখছে

চট্টগ্রামের নামকরা বিদ্যালয়গুলোতে নার্সারী থেকে প্রাইমারী শ্রেণীতে শিশুদের ভর্তি পরীক্ষা যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। বিগত প্রায় ১ বছর ধরে ছেলেমেয়েদের নগরীর নামকরা বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে কোচিং এবং টিউটরদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে ঘুরতে বহু অভিভাবক ইতিমধ্যে হাজার হাজার টাকা খরচ করে বসে আছেন। কিন্তু আসন্ন ভর্তিযুদ্ধে (১৫শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রামে এ বছর

(শেষ পৃঃ পর)

নগরীর নামকরা ৭টি স্কুলে এ বছরও প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক শিশু প্রাইমারী শ্রেণীগুলোতে ভর্তির সুযোগ পাবে না বলে পর্যবেক্ষক সূত্রের অভিমত। সূত্র জানায়, নগরীর যে ৭টি বিদ্যালয়ের প্রাইমারী শ্রেণীতে ভর্তি করানোকে অভিভাবকরা মর্যাদার বিষয় বলে মনে করেন, সেসব স্কুলে এবছরও ভর্তি হতে পারবে মাত্র ২ হাজার ৫৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী। আর এর আড়াই সহস্রাধিক আসনের জন্য আবেদনপত্র পড়বে ৫০ হাজার থেকে ৬০ হাজার। এসব স্কুলের অনেকগুলোতে ইতিমধ্যে ভর্তি ফরম বিক্রি শুরু হয়ে গেছে। কোনো কোনোটিতে মধ্য-নভেম্বর থেকেই ভর্তির জোর প্রস্তুতি লক্ষ্য করা গেছে। দিনরাত কোচিং আর টিউটরদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে ঘুরতে ছোট্ট শিশুদের অনেকেই আসন্ন ভর্তি পরীক্ষার আগেই চোখে সর্ষে ফুল দেখছে। অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের ভর্তির গ্যারান্টি আদায় করতে কোনো কোনো বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে মোটা অংকের টাকা 'ডোনেশন' হিসেবে প্রদানের পয়গাম পাঠাতে শুরু করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। সাধারণ আয়ের অভিভাবকদের অভিযোগ, এই 'ডোনেশন' কালচারের কারণে ভাল বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবছর শত শত মেধাবী শিশু ভর্তি হতে পারে না। কমপক্ষে মাথাপিছু ৫০ হাজার টাকা থেকে লক্ষাধিক টাকার নানা অংকের 'ডোনেশনের' প্রবল জোয়ারে নগরীর নামকরা বিদ্যালয়েরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসন ভর্তি কমিটিগুলোর আনুকূল্যেই কেনা হয়ে যায় বলে জানালেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক।

এদিকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের একটি সূত্র জানালেন, ভাল বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে ব্যর্থ অধিকাংশ শিশু শেষাবধি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেই ঠাঁই পায়। যে অর্ধ লক্ষাধিক শিশু এবারও কাঙ্খিত বিদ্যালয়ে ঢুকতে ব্যর্থ হবে এদের ৯৫ শতাংশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ৫ শতাংশ নগরীর বাংলা ও ইংরেজী মাধ্যমের কিন্ডারগার্টেনগুলোতে ঠাঁই পাবে। সূত্রটি তথ্য প্রকাশ করে জানায়, একটি বেসরকারী হিসেব মতে নগরীর প্রায় ৩শ কিন্ডারগার্টেনে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার শিশু নিয়মিত পড়াশোনা করে। আর নগরীতে সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে অপরাপর ১৫৬টি সাধারণ মানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার শিশু। এগুলোর মধ্যে ১৬টি রেজিষ্টার্ড এবং ২৭টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করছে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। এছাড়া পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে রয়েছে ১৫টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৫টি উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৯টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা (প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরের) এবং উচ্চ মাদ্রাসাযুক্ত ২৩টি এবতেদায়ী।